মেহেরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাবেশ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেহেরপুর জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে পায়রা উড়িয়ে সমাবেশের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনা রেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক মোঃ নুরুল হাসান ফরিদী বিএএম।

পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলন আয়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা কমান্ডেন্ট মোঃ শফিউল আদমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনার রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ নুরুল হাসান ফরিদী বিএএম।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, চুয়াডাঙ্গা আনসার ব্যাটালিয়ন এর উপ-পরিচালক মোঃ খাদেমুল ইসলাম, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা মেহেরপুরের উপ-পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন।

ঝিনাইদহে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাবেশ

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশ। সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা

কমান্ড্যান্ট মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক নূরুল হাসান ফরিদী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক তরফদার আলমগীর হোসেন, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, কুষ্টিয়া জেলা কমান্ড্যান্ট শফিউল আযম, মাগুরা জেলা কমান্ড্যান্ট মাহবুবুর রহমান সরকার, ঝিনাইদহের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে কমিউনিটি এলার্ট মেকানিজমের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এই বাহিনী। তিনি বাহিনীর সদস্যদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ৫০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্যকে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের মধ্যে বাইসাইকেল, ছাতা এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির দাবীতে মহাসমাবেশ

১৯৭১ সালে পাকিস্তান কারাগারে যুদ্ধ বন্দি সকল অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় এ

চুয়াডাঙ্গায় উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিনব্যাপী সেমিনার

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার সময় বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত দফাদার ও চৌকিদারদের অংশগ্রহণে ‘উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর করনীয়’ শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, দেশে উগ্র জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনসহ দেশের সচেতন মানুষ প্রশাসনের সকল ইউনিটকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত তরুন মেধাবী যুবক যুবতীরা ভুলকরে উগ্রবাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ছে। তবে সারা বিশ্বের সকল সোভ্যদেশে আজ সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে। এই উগ্রপন্থীর মূলহুতারা ধর্মের নামে ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য তরুন শিক্ষিত যুবসমাজকে ব্যাবহার করছে। তাই সচেতন সকল নাগরিক ও অভিবাকদের তার সন্তানের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আমরা যদি সকলে মিলে কাজ করি তবে উগ্রপন্থী জঙ্গি বাদ প্রতিহত করতে পারবো বলে জানান। আর এই জঙ্গিদের কার্যক্রমের গোপন তথ্য বা সংবাদ সাধারন মানুষের পাশাপাশি গণমাধ্যম কর্মীরা প্রচার করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করতে পারে বা তারা করছে। তাই সকলের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে

সরকার যেমন কাজ করছে তার সাথে আমাদের সকলের সহযোগিতা প্রতাশা করেন। তাই আসুন সকলে মিলে উগ্রজঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কবীর হোসেন। চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভূইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তা বৃন্দ।